অন্তহীন

“তুই”- চোখ খুলে অভিকে সামনে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো প্রিয়া। তুই, তুই এখানে কি করছিস। প্রশ্ন শুনে আগের মতই হেসে বললো চিনতে পেরেছিস তাহলে, এখনও ভুলতে পারিস নি তাহলে, এই কথাগুলোর কিছু তখন কানে যাচ্ছে না প্রিয়ার। সে তখন চলে গেছে ফেলে আসা পুরনো কলেজ জীবনে। একই কলেজে একই ডিপার্টমেন্টে পড়ত ও আর অভি। অভি, সারাক্ষন হাসিঠাট্টা করেই কাটিয়ে দিতো। কোনো ব্যাপারই সিরিয়াস ছিল না , শুধুমাত্র ওকে দেখলেই চুপ করে যেত।

কলেজ থেকে ও আর অভি একই সাথে টিউশন করে বাড়ি ফিরত । প্রিয়াকে দেখতে খুব সুন্দর হওয়ার জন্য অনেকেই ওর পিছনে পিছনে আসতো কিন্তু অভির জন্য কেউ কিছু বলতে পারতো না। অভিকে মোটামুটি দেখতে কিন্তু সবাই অভির রাগকে খুব ভয় করতো। অভির একটা জিনিষ খুব ভালো ছিল ,অভি একবার যেটা বলতো সেটাই করত। একবার কোনো কথা দিলে সেটা সে ঠিক এ নেভাতো। টিউশন থেকে ফেরার সময় অভি সেদিন প্রিয়াকে প্রপোজ করে বসলো। প্রিয়া নিজেও মনে মনে এরকম একটা ব্যাপার আন্দাজ করেছিল কিন্তু অভি নিজে থেকে কিছু বলেনি বলে সেও কিছু বলতে পারেনি। সেদিন কথাটা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল যে এরকম কোনোকিছু তাদের দুজনের মধ্যে কখনো সম্ভব নয়, ওকে সে শুধু

বন্ধু হিসাবেই দেখেছে। এরপরও অভি মাঝে মাঝে প্রিয়াকে কথাটা বলতো । একদিন থাকতে না পেরে প্রিয়া অভিকে রাগের মাথায় যা ইচ্ছে তাই বলে দিয়ে বলেছিল তুই কি ভাবিস যে আমিও তোকে ভালোবাসবো। সেটা কখনোই সম্ভব নয়। তুই শুধু শুধু আমার জন্য নিজের সময় নষ্ট না করে অন্য কাউকে ভালবাস,তাকে বিয়ে কর। তুই কি ভাবিস আমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও তুই আমায় ভালোবাসতে পারবি। অভি শুধু হেসে বলেছিল পারবো।

কিরে চিনতে পারলি ? উত্তর দিলি না যে। অভির কথায় ঘোর কেটে যায় প্রিয়ার। তুই এখানে কি করে এলি ? কেনো এলি ? বলতে বলতে পুরনো কথাগুলো আবার মনে পড়ে যায় প্রিয়ার । কলেজের লাস্ট ইয়ারে তার সাথে আলাপ হয় সঞ্জয়ের। স্মার্ট, হ্যান্ডসাম বড়োলোক বাবার একমাত্র ছেলে। কলেজের অনেক মেয়েই ওর ওপর ফ্ল্যাট। কিন্তু সঞ্জয়ের পছন্দ হয় প্রিয়াকে আর সেটা শেষ পর্যন্ত বিয়ে অবধি এগিয়ে যায় ।

বেশ কিছুদিন পর একদিন বিয়ের কার্ড হাতে নিয়ে অভির সাথে দেখা করে প্রিয়া । নিমন্ত্রণ করে অভিকে বলে এরপর ও কি তুই আমায় ভালোবেসে যাবি? অভি হেসে বলেছিল আমি সারাজীবন তোর জন্যই অপেক্ষা করে থাকবো। প্রিয়া আরো কিছু বলতে গেলে অভি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল দেখ আমার মনে হয় ভগবান সবার জন্য একজন করে ঠিক করে রাখে আর এটাও মনে হয় যে

ভগবান তোকে আমার জন্য ঠিক করে রেখেছে। কখনো না কখনো আমাদের মিল হবেই। আর যেখানে ভালোবাসা শরীরের থেকে বেশি মনকে ছুয়ে গেছে সেখানে সব সম্ভব। প্রিয়া রেগে গিয়ে বলেছিল এতই যদি জানিস তাহলে আমার বিয়েতে আসতে নিশ্চয়ই পারবি। অভি হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। অভি কথা রেখেছিল। ওর বিয়েতে এসেছিল আর খুব সুন্দর ফটো অ্যালবাম দিয়েছিল। অ্যালবাম ভর্তি ছিল শুধু ওর ছবিতে আর ও নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল ছবিগুলো দেখে।

হটাৎ কিছু কথা মনে পরে যায় আবার প্রিয়ার। বলে ওঠে আমি স্বপ্ন দেখিছি তাই না, নাহলে তুই কি করে আসবি। অভি হেসে বলে আজ কি হয়েছিল মনে পরে তোর। পাশে চেয়ে দেখ। পাশে দেখতেই মনে পড়ে যায় সব কথা। সঞ্জয় এর সাথে বিয়ের দশ বছর কেটে গেছে কিভাবে শুধু সেই জানে। প্রথম দুবছর পর সুখে কাটিয়ে দিলেও তারপর থেকে চলে রোজের ঝগড়া। মাঝে মাঝে পার্টি থেকে নেশা করে ফেরে আর তারপর দুজনের মধ্যে শুরু হয়। আজও পার্টি থেকে দুজনে ফিরছিল।আজ প্রমোশন এর আনন্দে প্রচুর নেশা করে ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরছিল। এতটা নেশা করার জন্য আজ খুব রেগেই প্রিয়া চিৎকার করতে শুরু করে সঞ্জযএর ওপর আর তারপরেই ওই করতে করতে গাড়ি ধাক্কা মারে পাশের ডিভাইডার এ। মনে পরতেই ভয় এ চোখ বুঁজে ফেলেছিল প্রিয়া।

চোখ খুলতে দেখে সামনে অভি তখনও হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো চল অনেক দিন সহ্য করেছিস আর না। আমি তো সবই জানতাম। বলেছিলাম তোকে ভালোবেসে অপেক্ষা করে যাবো চল এবার আমার সাথে।আজ আর অভির হাত ধরতে ভুল করলো না প্রিয়া। অভির মুখের দিকে হাসি মুখে তাকায়। মনে পরে যায় ওর বিয়ের পরের দিনই অভি ট্রেকিং এ চলে যায় সন্দকফু। ১ মাস পর অভির মৃতদেহ যখন উদ্ধার করে তখন ও একই রকম ছিল। প্রিয়া সেদিন লুকিয়ে খুব কেঁদেছিল। আজ প্রিয়া ওর নিজের দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া রক্তাক্ত শরীরে দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললো অভি কথা রেখেছে। আমায় ভুলে যায়নি।

জিৎ